আসলাম রাহি

সেলজুক ইগল

সুলতান মালিকশাহ সেলজুকির
জীবনীভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

সেলজুক ইগল

আসলাম রাহি

ভাষান্তর : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪০০, US $ 15. UK £ 12

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96140-6-7

Seljuqu Eagle
by Aslam Rahi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

০১

সেলজুকি

জাইহুন নদীর কাঠের পুল পাড়ি দিয়ে ওপারে এলে পাওয়া যায় একটি মহাসড়ক। সমরকন্দ থেকে নিশাপুরের দিকে ধাবমান সুনসান সে মহাসড়ককে মনে হবে এক ন্যাড়া-মাথা অপয়া ভূত, যেন উদাস চাহনি মেলে আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে রয়েছে। কিংবা পত্রপল্লবহীন কোনো বুড়ো-বৃক্ষ যেন ঠায় দাঁড়িয়ে কারও অপেক্ষা করছে। সর্বোপরি সড়কটির আকাশে উড়ন্ত চিল-শকুনের ডানা ঝাপটানো দেখে মনে হবে রাস্তাটি মোটেও নিরাপদ নয়। এ পথের যাত্রীরা বোধহয় প্রায়ই চিল-শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়ে থাকে। সম্ভবত ডাকাতরা পথটির এখানে-সেখানে ওত পেতে থাকে। হঠাৎ সেই সড়কধরে ধূলি উড়িয়ে তীব্রবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে দেখা যায় এক যুবককে। যুবক সেখান থেকে সোজা নিশাপুরের দিকে পালাচ্ছিল।

সে এই মোহনায় এসে আবার ফিরে তাকায়। দেখতে পায় ধাওয়াকারীরা প্রায় তার কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছে। নাজুক পরিস্থিতিটা যুবকের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তার চোখ থেকে বেরোতে থাকে আগুনের হল্কা। চেহারায় ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে বুনো হিংস্রতা। হঠাৎ শক্ত করে টেনে ধরে তার ধাবমান ঘোড়ার লাগাম। বিদ্যুৎবেগে বাঁক নিয়ে পূর্ণ আক্রোশে হামলে পড়ে পেছন থেকে ধেয়ে আসা যুবকদের ওপর।

ধাওয়াকারী যুবকেরা ছিল ছয় জন। পাশাপাশি ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছিল তারা। পলায়নপর যুবক ডানে-বামে তিনজন করে রেখে অত্যন্ত জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে টর্নেডো-গতিতে বেরিয়ে যায় তাদের ভেতর দিয়ে। যাওয়ার সময় বাম হাতে ঢাল ধরে ডান হাতে চালিয়ে যায় তলোয়ার। তরমুজের ভেতর তীক্ষ্ণ ছুরি যেভাবে এক দিকে ঢুকে অনায়াসে অপর দিকে বেরিয়ে যায়, যুবকটিও ঠিক সেভাবে বেরিয়ে যায়। যুবক চলে যায়; কিন্তু তাদের দুজন সেখানে পড়ে থাকে কাটা কলাগাছের মতো।

যুবকের আক্রমণের তীব্রতা ও ক্ষিপ্রতা দেখে ধাওয়াকারীরা হয়ে পড়ে হতভম্ব। অল্প দূর গিয়েই সে পুনরায় প্রচণ্ড জোরে টেনে ধরে তাঁর ঘোড়ার লাগাম। আচমকা সজোরে টান খেয়ে ঘোড়াটা হ্রেষাধ্বনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় একেবারে আলিফের মতো। যুবক তাঁর ঘোড়ার ঘাড়ে আলতো পরশ বুলিয়ে আবার তাকবিরের আওয়াজ তুলে তাদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায় সামনের দিকে। ধাতস্থ হয়ে পুরোপুরি প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই তাদের

ওপর বয়ে যায় কিয়ামতের বিভীষিকা। এবারও ডান-বামের দুজন ছড়িয়ে পড়ে দুদিকে। বাকি দুজন প্রাণের ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। তারা পালাবে কি পালাবে না, এই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকা অবস্থায় যুবকের তৃতীয় দফার হামলায় আরেকজন হয়ে পড়ে দ্বিখণ্ড। পরিণাম বুঝতে পেরে শেষ যুবকটি প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিল; কিন্তু বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। একসময় সে-ও তার সাথিদের সঙ্গে পরপারে গিয়ে মিলিত হয়।

যুবক তখনো অনেক কিছু ভাবছিল; কিন্তু তাঁর পেছন দিক থেকে কজন অশ্বারোহী আসতে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে। তারা তাঁকেই তাড়া করে আসছে। আত্মরক্ষার জন্য সে ঘোড়াটা সামনের দিকে হাঁকাতে গিয়ে দেখতে পায়—সামনে নিশাপুরের রাস্তা ধরে ধেয়ে আসছে বেশ কজন ঘোড়সওয়ার। সংখ্যায় তারা পেছনের ধাওয়াকারীদের থেকে ভারী। এ ছাড়া [পেছনের] ধাওয়াকারীদের তুলনায় তাঁর অনেকটা নিকটেও।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় যুবক ভেবে পাচ্ছিল না দল দুটি থেকে আত্মরক্ষা করে কোন দিকে বেরিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে সামনের তারা এসে পড়ে আরও নিকটে। তাদের থেকে নেতাগোছের একজন তাঁকে লক্ষ করে চিৎকার দিয়ে বলে, 'সাইয়িদি আরসালান, চিন্তার কারণ নেই। আমরা সুলতান মালিকশাহ সেলজুকির প্রেরিত বাহিনী। আপনি ধাওয়াকারীদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে যান। আমরা এদের দেখে নিচ্ছি। সুলতান আপনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের পাঠিয়েছেন তিনি।'

লোকটি কথাগুলো বলে শেষ করতে না করতে পেছনের ধাওয়াকারীরাও কাছে এসে পড়ে। নিরাপত্তারক্ষীদের সরদার সঙ্গীদের ইশারা করতেই সেনাবাহিনীর কমান্ডো ইউনিটের লোকগুলো মুহূর্তেই ধ্বংস করে দেয় ধাওয়াকারীদের।

লড়াই শেষে দলনেতা কাছে এলে যুবক তাদের বলেন, 'বন্ধুগণ, কৃতজ্ঞতা অনিঃশেষ। আপনারা আমার নিরাপত্তাবিধান করে অনুগ্রহের দায়ে আবদ্ধ করে ফেলেছেন।'

—আমির আরসালান, কৃতজ্ঞতা আমাদের নয়। এটি আমাদের দায়িত্ব। কৃতজ্ঞতা হবে মহান সুলতানের। আপনার ব্যাপারে অবগত হওয়ার পরপর তিনিই দ্রুত ব্যবস্থা করেছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে নিশাপুর চলুন।

আরসালান নীরবে তাঁর ঘোড়াটি তাদের ঘোড়ার সমান্তরালে নিশাপুর অভিমুখী রাজপথে ছেড়ে দেন। যাকে আরসালান নামে ডাকা হয়েছিল তিনি ছিলেন সবার আগে আগে। সশস্ত্র যুবকরা ছিল তাঁর পেছনে পেছনে। এ সময় জনৈক সৈনিক তাঁর ঘোড়াটি দলনেতার ঘোড়ার কাছে নিয়ে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, 'জনাব, মনে কিছু না নিলে আমি ওই সৌভাগ্যবান যুবকের পুরো পরিচয় জানতে চাই, যাঁর নিরাপত্তার লক্ষ্যে আমরা নিশাপুর থেকে এত দূর ছুটে এলাম। সুলতান কেন তাঁকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন?'

দলনেতা মুচকি হেসে বলেন, 'তুমি তো দেখছি আস্ত এক আহাম্মক! আমাদের তাঁর

নিরাপত্তার জন্য এখানে পাঠানোর থেকেই তো তোমার বোঝা উচিত ছিল, তিনি সুলতানের অতি ঘনিষ্ঠ কেউ হবেন। ও আচ্ছা, তুমি তো সদ্যই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছ। তাহলে তাঁর বিস্তারিত পরিচয়-ই বলছি, শুনো!

এঁর নাম আরসালান। দেখতেই পাচ্ছ বয়সে যুবক। এখনো বিয়ে করেননি। দুবছর আগেও ছিলেন সুলতানের প্রথমসারির কমান্ডারদের একজন। একপর্যায়ে সমরকন্দের গভর্নরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে সুলতান তাঁকে সেনাপ্রধান হিসেবে পাঠিয়ে দেন সেখানে। সেখানে গিয়ে তিনি সমরকন্দের নিরাপত্তাবিধানের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হামলা চালিয়ে হিংস্র গোত্রসমূহের আক্রোশের শিকার হয়ে পড়েন।

সমরকন্দে পৌঁছে প্রচুর শ্রম দিয়ে সেনাবাহিনীকে গড়ে তুলেন দুর্ধর্ষরূপে। আরসালান নিশাপুরের সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড করা সনদপত্রের অধিকারী। তলোয়ারবাজিসহ বেশ কটি সামরিক কলাকৌশলে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। সমরকন্দ থাকাকালে সেখানেও বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর অধীনে গড়ে ওঠা সেনাবাহিনীও অত্যন্ত চৌকশ ও দারুণ যুদ্ধকুশলী। জানি না সমরকন্দের শাসক শিহাবুদ্দিনের মাথায় কোন ভূত চেপেছিল—সে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইচ্ছা করে বসে। এ ব্যাপারে আরসালানের সঙ্গে পরামর্শ করলে আরসালান বিদ্রোহের ব্যাপারে স্পষ্ট অসম্মতি জানিয়ে দেন। তারপরও শিহাবুদ্দিন তাঁকে এ ব্যাপারে প্ররোচনা দিতে থাকে; কিন্তু শেষপর্যন্ত তার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কোনোভাবেই বশে আনতে না পেরে অবশেষে তাঁকে বন্দি করে ফেলে। শর্ত দেয়, যত দিন সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রাজি না হচ্ছেন, তত দিন তাঁকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেবে না।

এতকিছুর পরও আরসালান রাজি না হলে শিহাবুদ্দিন চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে হুমকি দেয়, বিদ্রোহের ব্যাপারে রাজি না হলে তোমার মা-বাপ এবং একমাত্র ভাই-বোনকেও হত্যা করা হবে। হুমকির পরও তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যায়নি। ইতিমধ্যে তাঁর পিতার পক্ষ থেকে জেলখানায় এ মর্মে একটা চিরকুট পৌঁছে—শিহাবুদ্দিন আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেললেও তুমি তার অবৈধ ইচ্ছায় সাড়া দেবে না। মালিকশাহ-বিরোধী বিদ্রোহে কোনো অবস্থায়ই অংশগ্রহণ করবে না।

আরসালান তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে গেলে ক্রুদ্ধ শিহাবুদ্দিন তাঁর পুরো পরিবারকে হত্যা করে ফেলে। সেনাবাহিনীতে তাঁর আত্মোৎসর্গী কিছু সৈনিক ছিল। প্রতিকূল পরিবেশেও তারা তাদের প্রিয় নেতার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছিল। এদেরই প্রচেষ্টায় একদিন জেলখানা থেকে পালাতে সমর্থ হন তিনি। পরবর্তী সময়ে যা ঘটেছে, তোমরা নিজেরাই তো তার সাক্ষী এখন।'

০২

সৈন্যরা আরসালানকে নিয়ে নিশাপুত্রের কাছে এলে ওদিক থেকে এক যুবক এসে বলে, 'আমির আরসালানকে চুগানের মাঠে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। সুলতান এবং কমান্ডাররা এখন সেখানে অবস্থান করছেন। সুলতান বলেছেন, তিনি সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।'

যুবকের কথা শুনে আরসালান স্মিত হেসে সৈন্যদের বলেন, 'বন্ধুগণ, এবার আপনারা ব্যারাকে গিয়ে বিশ্রাম নেন। আমি এখান থেকে চুগানে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারব।' এ কথা শুনে সৈন্যরা ব্যারাকের দিকে হাঁটা ধরলে তিনি তাঁর ঘোড়া চুগানের দিকে হাঁকিয়ে দেন।

চুগান[১] পৌঁছে কমান্ডারবেষ্টিত সুলতানকে দেখতে পেয়ে আরসালান ঘোড়া থেকে নেমে ধীরপায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। কাছে যেতেই সুলতান হাত বাড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তখন উভয়ের চোখ দিয়ে ঝরছিল আনন্দাশ্রু। সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি কোলাকুলি করেন সর্বাধিনায়ক মুহতারাম কাসিমুদ্দৌলাহর সঙ্গে। তিনিই সেই কাসিমুদ্দৌলাহ, যাঁর মহান পুত্র ইমাদুদ্দিন জিনকি ক্রুসেডারদের গতিমুখ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। যাঁর দৌহিত্র নুরুদ্দিন জিনকি ক্রুসেডারদের ওপর আঘাত হেনে ভেঙে দিয়েছিলেন তাদের শক্তির মেরুদণ্ড। কাসিমুদ্দৌলাহর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আরসালান সুলতানের অপর বড় দুই কমান্ডার বারসাক, বাদরানসহ বাকিদের সঙ্গেও কোলাকুলি করেন।

কোলাকুলিপর্ব শেষে সুলতান মাঠে যোদ্ধাদের বীরত্ব দেখার আসনে বসে পড়লে অধিনায়করাও যার যার পদ ও পদবি অনুসারে সুলতানের আশপাশে আসনগ্রহণ করেন। সুলতান তখন গম্ভীর কণ্ঠে আরসালানকে বলেন, 'বৎস, বুকটা ফেটে যাচ্ছে। শিহাবুদ্দিন দায়িত্বহীনতা ও নীচতার পরিচয় দিয়ে আমার বিরুদ্ধে গাদ্দারি তো করেছেই; তোমাকেও এ ব্যাপারে জড়াতে চেয়েছিল; কিন্তু তুমি তার অন্যায়ের সঙ্গ না দেওয়ায় সে তোমার পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে এর প্রতিফল তাকে ভোগ করতে হবে। তুমি চলে আসার পর শিহাবুদ্দিন আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের ঘোষণা করেছে। ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই আমরা তার বিদ্রোহ দমনে বেরোচ্ছি।

বৎস, তুমি লাগাতার কয়েক মাস সমরকন্দের সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত পরিশ্রম করে দুর্ধর্ষরূপে গড়ে তুলেছ। সমরকন্দের উত্তর-পূর্বের হিংস্র গোত্রগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে সেখানকার নিরাপত্তা মজবুত করে দিয়েছ; কিন্তু গাদ্দারটা তোমার বদান্যতার কোনো

[১] একপ্রকারের সামরিক খেলা।

মূল্যায়ন করেনি। তাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতেই হবে। আরসালান, তোমার সঙ্গে কৃত অন্যায়ের ব্যাপারটা আমাকে বিস্তারিতভাবে বলো। আমি তার ওপর বড়ই নির্মম ও নির্দয়ভাবে আছড়ে পড়তে চাই।'

আরসালান ধীরকণ্ঠে বলতে শুরু করেন, 'সুলতান, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত কেবল শিহাবুদ্দিনই নয়; এমন আরও অনেক শক্তি রয়েছে, যারা ইসলাম ও মুসলমানকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে ফেলতে তৎপর। মুসলিমদের জাতিসত্তাকে দুর্বল করতে যার হাত সবচেয়ে বেশি লম্বা, সে হচ্ছে এন্তাকিয়ার খ্রিষ্টান শাসক ফিরদাওয়ার্স। এরপর যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় সে হচ্ছে আলেপ্পোর খ্রিষ্টান শাসক অ্যাবলস্। আর-রাহার খ্রিষ্টান অধিপতি ক্যালিক্সও এ কাজে তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

মুহতারাম, আর-রাহায় রয়েছে জাবার নামক সুদৃঢ় দুর্গ। এর শাসক বনু কুশাইরের জাফর নামের জনৈক অন্ধ। সে-ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবল সক্রিয়। এ ছাড়া রয়েছে ইসমাইলি ও বাতিনিদের মিশনারি-প্রধান ধুরন্ধর শায়খ আবদুল মালিক বিন আত্তাশ। সাধারণত তাকে ইবনে আত্তাশ নামে ডাকা হয়। সে বাতিনি সম্প্রদায়ের বড় এক ধর্মপ্রচারক। ইরাকে অবস্থান করে মিসরের বাতিনি শাসক মুসতানসির বিল্লাহর পক্ষে কাজ করছে। একদিকে যেমন বাতিনিদের পক্ষে কাজ করছে, তেমনই মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টেও তৎপর রয়েছে।

মুহতারাম সুলতান, উম্মাহর বিরুদ্ধে ইয়াহুদিদের পরিচালিত আরেকটা ভয়ংকর গ্রুপ তৎপর রয়েছে। দলটির নেতা বিপজ্জনক ব্যক্তি। নাম আমর মুসা। সে বনু কুশাইরের নেতার জাবার দুর্গে অবস্থান করছে। দুর্গপতি জাফরের সঙ্গে রয়েছে তার গভীর সখ্য। শোনা যায়, কাজবিনের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়ও নাকি তার আরেকটি ঠিকানা রয়েছে।

মুসলিমবিরোধিতা ছাড়াও আমর মুসার জঘন্য বৃত্তি হচ্ছে, সে সর্বত্র সুন্দরী বালিকাদের খুঁজে বেড়ায়। মুসলিম, খ্রিষ্টান কিংবা ইয়াহুদি, যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, আমর মুসা তাদের অপহরণ করে নিয়ে আসে। এরপর কাউকে মিসরে, এন্তাকিয়ায়, আর-রাহায়, কাউকে আলেপ্পে পাঠিয়ে দেয়। এর পেছনে সংশ্লিষ্ট এলাকার শাসকদের মনস্তুষ্টি অর্জন এবং তাদের তার অবৈধ অভিপ্রায়ের সাথি বানানোই উদ্দেশ্য, যাতে বিপদকালে সে তাদের সহায়তালাভে সমর্থ হয়।

আমর মুসা অত্যন্ত ভয়ংকর লোক। বাতিনিদের মতো তারও রয়েছে প্রচারণাকারী এবং আত্মঘাতী গ্রুপ। দায়িত্বকে তারা ইবাদতের মর্যাদা দেয়। যেকোনো অবৈধ কাজে জীবনবাজি রাখতে মোটেও কুণ্ঠিত হয় না। তার বিশেষ লোকগুলো জাতে ইয়াহুদি। তাদের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা-প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব হবে না। এদের পাশাপাশি হোমসের বাতিনি শাসক ইবনে মালাইবও মুসলমানদের অনিষ্টসাধনে সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে।'

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামেন আরসালান। সুলতান তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেন, 'বৎস, এতক্ষণ তুমি যা বললে এর অল্প-বিস্তর সংবাদ আমি আগে থেকেই জানি। তুমি আমাকে বিস্তারিত জানিয়ে খুবই উপকৃত করেছ। ইনশাআল্লাহ, আমরা শীঘ্রই এদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামব।

আরসালান, আমর মুসার ব্যাপারটা সত্যিই ভয়ংকর। নিঃসন্দেহে সে একটা কেউটে। তার চ্যালারা দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই কেউটের দংশিত কিছু লোক আমাদের এলাকায়ও রয়েছে। তুমি নিশাপুর থেকে সমরকন্দ যাওয়ার পর তোমার প্রাসাদটি ছিল একদম শূন্য। অবশ্য পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটি দেখাশোনা করতে এবং বাগানগুলোর যত্ন নিতে আমি একজন লোক নির্ধারিত করে দিয়েছি। ইচ্ছা ছিল নিজের পক্ষ থেকে তার মাসোহারা আদায় করব এবং বাগানের উৎপাদন সংরক্ষণ করব। তুমি ফিরে এলে তা তোমার হাতে তুলে দেবো; কিন্তু ঘটনাচক্রে আমর মুসা কর্তৃক নির্যাতিত একলোক এসে আশ্রয় চায়। তার নাম আখইয়ামুত। তার দুর্ভাগ্য হচ্ছে, তার রয়েছে দুটি মেয়ে। একটি পরীর চেয়েও অধিক সুন্দরী। তার নাম জুবাহ। আমর মুসা জুবাহকে কীভাবে জানি দেখে ফেলেছিল; অথচ তার মা-বাবা তাকে ঘরের বাইরে বেরোতে দিত না। না দেওয়ার পেছনে তার সৌন্দর্যই ছিল প্রধান কারণ। আমর জুবাহকে উঠিয়ে নিতে লোক পাঠায়। লোকগুলো জুবাহকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলে পল্লির কতিপয় যুবকের বাধার মুখে তারা তাকে ছেড়ে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়।

আখইয়ামুতের তখন বিশ্বাস হয়ে যায়, আমর মুসার লোকগুলো যখন তার মেয়ের পেছনে লেগেই গেছে, তখন আজ নাহয় কাল মেয়েকে উঠিয়ে নেবেই। সম্ভব না হলে হত্যা করে ফেলবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে তার মেয়ে দুটো এবং স্ত্রীকে নিয়ে নিশাপুর চলে এসে আমার কাছে নিরাপত্তা চায়।

আখইয়ামুতের স্ত্রীর নাম সাফনিয়া। তার অপর মেয়ের নাম গারইয়াদ। গারইয়াদ বড়, জুবাহ ছোট। এখানে আসার পর আমি তাদের সান্ত্বনা দিই। নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। তোমার প্রাসাদ শূন্য ছিল বিধায় তাকে পরিবার নিয়ে এখানে বসবাসের অনুমতি দিয়ে দিই। আখইয়ামুত ইয়াহুদি হলেও আত্মমর্যাদাবান একজন ব্যক্তি। সে হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের আবেদন জানালে আমি তোমার বাগানের দেখাশোনার দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দিই। সেই থেকে লোকটি তোমার বাগান দেখাশোনা করছে এবং উৎপাদিত আয়ের অংশটিও সংরক্ষণ করছে।

আরসালান, তুমি আখইয়ামুত ও তার পরিবারকে প্রাসাদে অবাঞ্ছিত মনে করলে নির্দ্বিধায় বলো। আমি অন্য কোথাও তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করি। নতুবা তোমার বিশাল প্রাসাদের এক কোণায় তাদের থাকতে দাও। আমার কাছে তোমার প্রাসাদ তাদের জন্য নিরাপদ মনে হয়েছে। তা ছাড়া প্রাসাদের নিরাপত্তায় কতিপয় সৈনিকও নিযুক্ত করে

রেখেছি। এবার তুমি তোমার সিদ্ধান্ত বলতে পারো।'

আরসালান হেসে বলেন, 'মুহতারাম, প্রাসাদে তাদের থাকতে দিন। আমি ব্যারাকেই বসবাস করব। আমি তো এখন সম্পূর্ণ একা। বাবা-মা, ভাই-বোন জীবিত থাকলে নাহয় প্রাসাদের এক কোণে বসবাস করতাম। এ বিশাল প্রাসাদের কী প্রয়োজন আমার? ব্যারাকের জীবনই যথেষ্ট। এ ছাড়া আমার জন্য আখইয়ামুত-পরিবারের পাশে থাকা শোভনীয়ও হবে না। কারণ, তার রয়েছে যুবতি দুই মেয়ে। এদের পাশে বসবাস নিরাপদ মনে করছি না। আর বাগানের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তা আখইয়ামুতের দায়িত্বেই থাক। আপনি তাকে জানিয়ে দেন, বাগানের উৎপাদন থেকে যা আয় হবে তা তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তার প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু থাকলে সেখান থেকে একটা অংশ আমাকে দিতে পারবেন। না দিলেও আমার কোনো দাবি থাকবে না।

মুহতারাম সুলতান, আমার আশা—শীঘ্রই আমর মুসা ও বাতিনিদের ধর্মপ্রচারক ইবনে আত্তাশের বিরুদ্ধে আমাকে অভিযান পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হবে। সমরকন্দসহ যেসব এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে সেখানে ইবনে আত্তাশ এবং আমর মুসা ছাড়াও আর-রাহা, হোমস, আমেদ ও এন্তাকিয়ার শাসকদের যোগসাজশ রয়েছে। আমি আরও জেনেছি, এই শত্রু-শক্তিগুলো আলমুত কেল্লার অধিপতি মাহদি আলাবিকেও সঙ্গে নিতে চাচ্ছে; কিন্তু মাহদি আলাবি তাদের সঙ্গ দিতে অস্বীকার করেছেন।'

সুলতান মুচকি হেসে বলেন, 'আরসালান, আমরা যথাশীঘ্রই ইবনে আত্তাশ এবং আমর মুসার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠব। এন্তাকিয়া অধিপতি ফিরদাওয়ার্স, আমর মুসা এবং আর-রাহার খ্রিষ্টান অধিপতিকেও তাদের কৃতকর্মের সাজা ভোগ করতে হবে। তবে প্রথমে আমাদের সমরকন্দের গাদ্দার শিহাবুদ্দিনকে দেখে নিতে হবে।'

সুলতান কথা বলা অবস্থায় নিজামুল মুলক তুসি এবং উমর খৈয়ামকে আসতে দেখে থেমে যান। তাঁরা পাশে আসতেই তিনি নিজামকে বলেন, 'খাজা বুজুর্গ, আপনি যথাসময় এসে পৌঁছেছেন।'

নিজামুল মুলক মুচকি হেসে বলেন, 'মুহতারাম, আরসালান আপনার কাছে এসেছে জেনেই আমি দৌড়ে চলে এসেছি।' কথাটা বলেই তিনি আরসালানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। উমর খৈয়ামও পিছিয়ে থাকেননি। তিনিও তাঁকে গলায় মিলিয়ে নেন। কোলাকুলি শেষে সুলতান খাজাকে তাঁর ও আরসালানের মধ্যে ইতিপূর্বের আলোচনার বিস্তারিত বলেন।

সুলতান নিজ আসন থেকে দাঁড়িয়ে নিজামুল মুলককে বলেন, 'খাজা বুজুর্গ, আরসালান ব্যারাকে বসবাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। আমি এ দুঃখটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, প্রিয় আরসালানের পরিবারকে শিহাবুদ্দিন নির্দয়ভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এটা আরসালানের বিরাট এক উদারতা যে, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে—আখইয়ামুতকে তার

প্রাসাদেই থাকতে দেবে। বাগানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে—বাগানের উৎপাদন থেকে আখইয়ামুতের পারিবারিক খরচাদি মিটিয়ে যা কিছু থাকবে এর একটা অংশ তাকে দেবে। এখন সে কাসিমুদ্দৌলাহ, বারসাক এবং বাদরানের সঙ্গে ব্যারাকে চলে যাবে। আপনারা এখান থেকে সোজা তার প্রাসাদে গিয়ে আখইয়ামুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাদের মধ্যে যা আলাপ হয়েছে তা শোনাবেন, যাতে আখইয়ামুত শান্তচিত্তে প্রাসাদে বসবাস করে। সে জেনে গেছে প্রাসাদের মালিক আরসালান ফিরে এসেছে। ফলে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তায় থাকতে পারে।' কথাগুলো বলে সুলতান তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে সেখান থেকে চলে যান। কাসিমুদ্দৌলাহও বারসাক, বাদরান এবং আরসালানকে সঙ্গে নিয়ে ব্যারাকের পথ ধরেন। আর নিজামুল মুলক এবং উমর খৈয়াম শহরের দিকে হাঁটা শুরু করেন।

নিজামুল মুলক তুসি মুসলিম ইতিহাসে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত এক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। নাম ছিল হাসান বিন আলি। ইতিহাসে তিনি নিজামুল মুলক তুসি নামে সমধিক পরিচিত। ইরানের প্রসিদ্ধ শহর তুসের নুকানে তাঁর জন্ম। বাবার নাম আলি। মায়ের নাম জামরুদ খাতুন। কৃষিই ছিল বাপদাদার পৈতৃক পেশা। পারিবারিক পরিবেশেই শুরু হয়েছিল খাজার প্রাথমিক শিক্ষা। এর পর পাড়ার মক্তবে। মাত্র ১১ বছর বয়সে বুৎপত্তি অর্জন করেন ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রে। শুধু তা-ই নয়, সেই কচি বয়সেই তিনি মুখস্থ করে নিয়েছিলেন পবিত্র কালামুল্লাহ। এর পর নিশাপুর গিয়ে ভর্তি হন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম আল্লামা মুওয়াফ্ফিক রাহিমাহুল্লাহ-এর বিদ্যালয়ে। চার বছরের সংক্ষিপ্ত মেয়াদে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন সব ধরনের ইলমে পারদর্শী হয়ে।

ইমাম মুওয়াফ্ফিক রাহ.-এর থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর খাজা চলে যান তৎকালের ইলম ও প্রজ্ঞার রাজধানী বুখারায়। সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অর্জন করেন বিভিন্ন শাস্ত্রের ইলম। এরপর মার্ব এবং মা-ওরাউন নাহার হয়ে চলে আসেন গজনিতে। এখানে দক্ষতা অর্জন করেন হিসাববিজ্ঞান এবং ইনশায়[৬]। ইলম অর্জন শেষে বেশ কবছর কাটিয়ে দেন খোরাসানে। এরপর আসেন বলখে। বলখে তখন মালিকশাহ সেলজুকির দাদার শাসন চলছিল। খাজার যোগ্যতা দেখে তিনি তাঁকে কাতিব[৭] পদে নিযুক্ত করেন। আর এ পদই তাঁর ভবিষ্যতের সোনালি জীবনের পটভূমি হিসেবে কাজ করে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজামুল মুলক হয়ে ওঠেন সেলজুক সাম্রাজ্যের অপরিহার্য এক স্তম্ভ। মালিকশাহর পিতা সুলতান আলপ আরসালানের

[৬] আরবি বাক্যগঠন-শাস্ত্র।

[৭] সরকারি নথিপত্র লেখার দায়িত্বশীল।

যুগে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। সে সঙ্গে তিনি পালন করেন মালিকশাহর গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব। মালিকশাহ মসনদে আসীন হওয়ার পর সাম্রাজ্যের ভিত দৃঢ় করতে তাঁকে প্রচুর চেষ্টা-তদবির করতে হয়। এ পর্যায়ে মালিকশাহ খাজাকে কেবল রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের ওপরই নয়; সর্বশ্রেণির মানুষের ওপর একক কর্তৃত্বশীল বানিয়ে নেন।

নিজামুল মুলকের যে কাজটি ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে সেটি হচ্ছে, বাগদাদে মাদরাসায়ে নিজামিয়া প্রতিষ্ঠা। এটি মুসলিমবিশ্বে ইলম ও প্রজ্ঞায় এক নববিপ্লব নিয়ে আসে। এর শিক্ষা-কারিকুলাম এতটাই যুগোপযোগী যে, বহুশতাব্দী ধরে চর্চিত হয়ে এলেও এখনো তার আবেদন ফুরিয়ে যায়নি। জামিয়া নিজামিয়ার অধীনেই নিশাপুর, তুস, ইসফাহান, হাওমাল, মার্ব, বসরা, হেরাত, বলখসহ অন্যান্য শহরে গড়ে উঠেছিল আরও অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়। সেগুলোও নিজামিয়ার পাঠ্যকারিকুলাম অবলম্বন করে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বে জ্ঞানের রাজত্ব করে গেছে। হয়ে উঠেছিল ইলম ও প্রজ্ঞার প্রাণকেন্দ্র।

উমর খৈয়ামও গণ্য ছিলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রাজ্ঞদের মধ্যে। তিনি ছিলেন একাধারে যুগস্রষ্টা কবি, খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, সুদক্ষ চিকিৎসক, হিসাববিজ্ঞানী, প্রসিদ্ধ আলিম ও জগদ্‌বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। খৈয়ামের পিতার নাম ছিল ইবরাহিম। পেশা ছিল বুজুর্গদের পোশাক তৈরি করা। খৈয়ামের পিতা শুরুতে জামা তৈরি করলেও শেষে তাঁবু তৈরির দরজি হিসেবে খ্যাত হয়ে ওঠেন এবং এ পেশাকেই বানিয়ে নেন তাঁর জীবিকার মাধ্যম। এতেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন ইবরাহিম খৈয়াম বা খৈয়ামি নামে। উমর যদিও দরজিগিরিকে পেশা হিসেবে নেননি, তথাপি তিনি খৈয়াম শব্দটিকে নিজের বংশীয় উপাধি হিসেবে গ্রহণ করেন।

খৈয়ামের বাল্যজীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। জানা যায়নি তাঁর বাল্যকালের শিক্ষা সম্পর্কেও। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, তিনি ছিলেন ইলমে ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শী। নিজামুল মুলকের মতো তিনিও অর্জন করেছিলেন নিশাপুরের ইমাম মুওয়াফ্‌ফক থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের ইলম। সেখানে অধ্যয়নকালে তাঁর পিতা ইনতিকাল করলে উমরকে ধরতে হয় পরিবারের হাল। ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় রুটিরুজির তালাশে। ওই দিকে সহপাঠী নিজামুল মুলক তখন সুলতান আলপ আরসালানের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দরবারে আলিমদের মর্যাদাদানের ব্যাপারটি ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। তাঁর দরবার হয়ে ওঠে ইলম ও প্রজ্ঞার মিলনকেন্দ্র। খৈয়াম ব্যাপারটি জানতে পেরে একদিন চলে আসেন নিজামুল মুলকের দরবার মার্বে। তুসিও উদারচিত্তে

স্বাগত জানান তাঁর এককালের প্রিয় সহপাঠীকে। পরে খৈয়ামের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেতন ঠিক করে দেন, যাতে জীবিকার চিন্তামুক্ত হয়ে একাগ্রে কাজ করে দেখাতে সমর্থ হন তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার ঝলক। জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর খৈয়ামও জীবনকে ওয়াকফ করে দেন অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনার কাজে।

সুলতানের নির্দেশে লাগাতার তিন বছরের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের জন্য একটা সংবিধান প্রণয়ন করে দেন খৈয়াম। সুলতান সেটি সাদরে গ্রহণ করে পুরো রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়িত করেন।

তুসি ও খৈয়াম সুলতানের ওখান থেকে শহরে এসে একটি প্রাসাদের সামনে দাঁড়ালে খৈয়াম তুসিকে বলেন, 'খাজা বুজুর্গ, সুলতানের দেওয়া দায়িত্ব তো আপনি একাই আদায় করতে পারবেন। অতএব, অনুমতি দিলে আমি বাসায় ফিরে যেতে পারি। বাসায় আমার জরুরি একটা কাজ ছিল।'

খাজা মুচকি হেসে ইতিবাচক সাড়া দিলে খৈয়াম চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার পর তুসি কড়া নাড়েন প্রাসাদের দরজায়। কড়া নাড়ার কিছুক্ষণ পরই ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, 'কে আপনি?' নিজামুল মুলকের চেহারায় হালকা হাসির আভা খেলে যায় তখন। ধীরকণ্ঠে বলেন, 'দরজা খুলুন আখইয়ামুত, আমি নিজামুল মুলক তুসি।'

খুলে যায় দরজা। সামনে দাঁড়িয়ে আখইয়ামুত। ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। তুসি এগিয়ে তাঁর সঙ্গে মুসাফা করে বলেন, 'আখইয়ামুত, গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।'

আখইয়ামুত জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হন তাঁর স্ত্রী সাফনিয়া। তিনি আখইয়ামুতকে বলেন, 'দরজায় করাঘাত করল কে?' আখইয়ামুত পেছন ফিরে স্ত্রীকে বলেন, 'চিন্তার কারণ নেই। তিনি হচ্ছেন আমাদের মুহতারাম নিজামুল মুলক তুসি।' সাফনিয়া আনন্দচিত্তে বলেন, 'অদ্ভুত লোক তো আপনি! মুহতারামকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, ভেতরে নিয়ে আসছেন না কেন?'

এরপর সাফনিয়া পেছন ফিরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর কন্যাদের বলেন, 'গারইয়াদ, জুবাহ, চিন্তার কারণ নেই। দরজায় করাঘাতকারী হচ্ছেন মুহতারাম নিজামুল মুলক তুসি। অতএব, তোমরা বেরিয়ে আসতে পারো।'

আখইয়ামুত খাজাকে প্রাসাদের বৈঠকখানায় নিয়ে যান। সেখানে ঢুকতেই সাফনিয়া, গারইয়াদ আর জুবাহও এসে হাজির হয়। জুবাহ বৈঠকখানায় প্রবেশ করলে তার সৌন্দর্যের আলোয় পুরো বৈঠকখানায় যেন স্বপ্নের রাজদরবারের মতো ঝলমলিয়ে ওঠে, যেন নিঃসীম অন্ধকারে একটি বিদ্যুৎশিখা চমকে ওঠে। তার চেহারায় যেন বাবেল ও নিনোয়ার

জাদুময়তা কিংবা সামেরির গো-বৎসের অবাক-করা এক মোহ। কণ্ঠে দাউদি সুর। কক্ষে প্রবেশকালে সে নিজামুল মুলককে এমন মধুরকণ্ঠে অভিবাদন জানায়—এ যেন স্বপ্নহীন রাতে বেজে ওঠা সোনালি ঘণ্টা; অথবা পাহাড়ি গিরিপথ থেকে ভেসে আসা স্নিগ্ধকণ্ঠের আকুল-করা সুরমূর্ছনা।

জুবাহ ছিল সন্ধ্যার সেই কুণ্ঠিত ফুলের মতো, যার পাপড়িগুলো মুখে শবনমের কৌটা নিয়ে হাসছিল। চাঁদের আলোয়, বিকেলের আবিররাঙা সূর্যের উজ্জ্বলতায়; আর রেশম-কোমল পেলবতায় মনে হচ্ছিল এ কোনো মানবী নয়, যেন বেহেশতের হুর।

গারইয়াদও সুন্দরী ছিল; কিন্তু তার সৌন্দর্যের মধ্যে জুবাহর মতো আকর্ষণ ছিল না। মা-মেয়ে তিনজন তখন আখইয়ামুতের পাশে বসলে নিজামুল মুলকই কথা শুরু করেন। বলেন, 'আখইয়ামুত, তোমাকে আগেই বলেছি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি।'

'মুহতারাম, আপনি যে ব্যাপারে আলোচনা করতে চান সেটা বোধহয় আমি জানি। প্রাসাদের নিরাপত্তারক্ষীদের একজন কিছুক্ষণ আগে এসে জানিয়েছে, এ বাড়ির মালিক আরসালান সমরকন্দ থেকে ফিরে এসেছেন। আপনি যদি আমাদের কালই প্রাসাদটা খালি করে দিতে এবং তাঁর বাগানের যে দায়িত্ব আমাদের ওপর রয়েছে তা-ও ছেড়ে দিতে বলেন, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন, এর ফলে আমাদের অন্তরে কোনো দুঃখবোধ জাগবে না। আমরা সুলতানের মহানুভবতার কাছে এটুকুতেই চিরঋণী যে, তিনি তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় আমাদের বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন। আমরাও আমর মুসার হিংস্রতা থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারছি।'

আখইয়ামুত থামলে নিজামুল মুলক হেসে বলেন, 'তোমার ধারণা ঠিক নয় আখইয়ামুত, আগে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনো!'

তুসি তখন সমরকন্দের শাসক শিহাবুদ্দিন কর্তৃক আরসালানকে বিদ্রোহের জন্য আহ্বান, তাতে সাড়া না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মা, বোন ও পিতার হত্যা এবং পরিশেষে তাঁর প্রিয় কজন সেনার সহায়তায় চুগানের মাঠে পালিয়ে আসাসহ সবকিছু বলেন।

সব শুনে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে থাকেন। পরে কথা শুরু করেন আখইয়ামুত। বলেন, 'খাজা বুজুর্গ, আমি মনে করি এমনটা করা হবে তাঁর সঙ্গে জুলুমের নামান্তর। তিনি প্রাসাদের মালিক। বাগানগুলোও তাঁর। তিনি আমাদের জন্য বাড়ি ছেড়ে ব্যারাকে পড়ে থাকবেন, এটা হতে পারে না। বাগানের সব উৎপাদন আমরা ব্যবহার করব, এটাও মেনে নেওয়া যায় না। খাজা বুজুর্গ, এমনটা কি হয় না—তিনি ব্যারাকে না থেকে এখানেই থাকলেন? প্রাসাদটা তো বিশাল। আমরা থাকার পরও প্রচুর জায়গা অব্যবহৃত পড়ে থাকে। তা ছাড়া এ প্রাসাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর মা-বাবা ও ভাইবোনের অসংখ্য স্মৃতি। আমরা শুনে মর্মাহত যে, সমরকন্দের শাসক তাঁর পুরো পরিবারকে ধ্বংস

করে দিয়েছে। আপনার বর্ণনানুসারে তিনি একজন দুঃখী মানুষ। আমি মনে করি এখানে থাকলে তিনি অন্তরে প্রশান্তি পাবেন। আর বাগানের ব্যাপারের সিদ্ধান্তটিও আমি অন্যায্য সিদ্ধান্ত মনে করি। আমার কথা হলো, বাগান থেকে যা আয় হবে তা আমরা তাঁকে দেবো। তিনি এ থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে যে ভাগটা দেবেন আমরা কেবল সেটুকুই নেব। সুলতান অনুগ্রহ করে নিশাপুরে থাকার সুযোগ করে দিয়ে লাঞ্ছনার যে জীবন থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন, এ জন্য আমরা তাঁর এবং নিশাপুরবাসীর কাছে অসীম কৃতজ্ঞ।'

আখইয়ামুত নীরব হলে সাফনিয়া বলেন, 'খাজা, আমার স্বামীর কথাই ঠিক। ইনসাফের দাবিও তা। আরসালান প্রাসাদ ছেড়ে ব্যারাকে থাকলে আমরা নিজেদের অপরাধী মনে করব। আমার ইচ্ছা, আপনি একবারের জন্য হলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিন। শুনেছি আজই তিনি নিশাপুরে এসেছেন। প্রাসাদটা তো তাঁর। আমার ইচ্ছা, আজ তাঁকে এখানে দাওয়াত দিই। দাওয়াতে আসার পর সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলি। এক জওয়ানের থেকে শুনেছি, তিনি নাকি অত্যন্ত বাহাদুর, দুঃসাহসী ও পরোপকারী। সুলতানের প্রতি উৎসর্গপ্রাণ। নিজের মা-বাবা ও বোনের মৃত্যু কবুল করে নিয়েছেন, তথাপি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সম্মত হননি।

এমনটা কি হয় না—আপনি আখইয়ামুতকে নিয়ে ব্যারাকে গেলেন। সেখানে গিয়ে আখইয়ামুত আরসালানকে দাওয়াত দিলেন। তিনি এখানে থাকলে আমরা নিজেদের অধিকতর নিরাপদ মনে করব। আশা করি বিষয়টা আপনি বিবেচনা করবেন।'

আখইয়ামুত বলেন, 'খাজা বুজুর্গ, শুনেছি সুলতানের সেনাপতি কাসিমুদ্দৌলাহ, বারসাক এবং বাদরানরা নিজস্ব প্রাসাদে থাকেন। নিশ্চয় আরসালানও তাঁদের সমমানের জেনারেল। অতএব, অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে তিনি একা সেনাশিবিরে অবস্থান করবেন—নিশ্চয়ই এটা তাঁর ওপর জুলুম হবে। আপনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন, আমি সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি তিনি কী বলেন।'

খাজা মুচকি হেসে বলেন, 'চলো তাহলে, আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিচ্ছি।'

খাজার সিদ্ধান্ত শুনে তাদের চেহারায় আনন্দের বন্যা খেলে যায় যেন। এর পর আখইয়ামুত খাজার পেছনে পেছনে ব্যারাকে আরসালানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে পড়েন।